বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৮-২০১৯

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ ঢাকা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সূচি :

১. শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি/মেধাবৃত্তি
২. সাধারণ শিক্ষা
৩. প্রশিক্ষণ কার্যক্রম
৪. শিক্ষায় অবকাঠামো উন্নয়ন
৫. সহশিক্ষা কার্যক্রম
৬. সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ
৭. জাতীয় শিক্ষাসপ্তাহ-২০১৯

শিক্ষার্থীদের **উপবৃত্তি :**

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি, ঝরে পড়া এবং বাল্য বিবাহ রোধ ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তাসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান করছে। মাউশি অধিদপ্তর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে উপবৃত্তি সংশ্লিষ্ট ৩টি প্রকল্পের মাধ্যমে নির্বাচিত ২৪ লাখ ৫১ হাজার ১৮৫ জন শিক্ষার্থীর মাঝে (ছাত্র- ৮৩২৯৪৫+ ছাত্রী-১৬১৮২৪০) ৪৮০ কোটি ৫৪ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা (ছাত্র- ১৫৪৮৪.৮২+ ছাত্রী-৩২৫৬৮.৪৯) বিতরণ করেছে।

- মাধ্যমিক স্তরের দুইটি (মাধ্যমিক শিক্ষা উপবৃত্তি প্রকল্প, কেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম) উপবৃত্তি সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের মাধ্যমে উপবৃত্তি প্রাপ্ত ১৮ লাখ ২৫ হাজার ১৮৫ জন শিক্ষার্থীর (ছাত্র-৭০৭৯৪৫+ ছাত্রী-১১১৭২৪০) মাঝে ৩১৩ কোটি ৯৩ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা (ছাত্র-১২১৫২.৬১+ছাত্রী- ১৯২৩৯.৬৩) বিতরণ করেছে।
- উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের উপবৃত্তি প্রাপ্ত ৬ লক্ষ ২৬ হাজার (ছাত্র- ১,২৫,০০০+ ছাত্রী-৫০১০০০) শিক্ষার্থীর মাঝে ১৬৬ কোটি ৬১ লক্ষ ০৭ হাজার (ছাত্র-৩৩৩২.২১+ ছাত্রী-১৩৩২৮.৮৬) টাকা বিতরণ করেছে।

মাউশি অধিদপ্তরের আওতাধীন উপবৃত্তি সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের উপবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা এবং বিতরণকৃত অর্থের পরিমাণ নিম্নোক্ত টেবিলে দেখানো হলো :

ক: নং	প্রকল্পের নাম	উপবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা			বিতরণকৃত অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)		
		ছাত্র	ছাত্রী	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	মোট
১	মাধ্যমিক শিক্ষা উপবৃত্তি-২য় পর্যায় প্রকল্প	৬০১০০৮	৯১৫৩০১	১৫১৬৩০৯	১০১৩৮.৬১	১৫৪৩৫.৬৩	২৫৫৭৪.২৪
২	সেসিপ প্রোগ্রাম	১০৬৯৩৭	২০১৯৩৯	৩০৮৮৭৬	২০১৪.০০	৩৮০৪.০০	৫৮১৯.০০
মোট (মাধ্যমিক স্তরের)		৭০৭৯৪৫	১১১৭২৪০	১৮২৫১৮৫	১২১৫২.৬১	১৯২৩৯.৬৩	৩১৩৯৩.২৪
৪	উচ্চ মাধ্যমিক উপবৃত্তি প্রকল্প	১,২৫০০০	৫০১০০০	৬,২৬০০০	৩৩৩২.২১	১৩৩২৮.৮৬	১৬৬৬১.০৭
সর্বমোট		৮৩২৯৪৫	১৬১৮২৪০	২৪৫১১৮৫	১৫৪৮৪.৮২	৩২৫৬৮.৪৯	৪৮০৫৪.৩১

এ ছাড়াও মাউশি অধিদপ্তরের উপবৃত্তি সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য সচেতনতামূলক কর্মশালা এবং মা সমাবেশের আয়োজনের মাধ্যমে নারী শিক্ষার গুরুত্বসহ শিক্ষার বিভিন্ন ইতিবাচক দিকসমূহ তুলে ধরা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে-

ক) মাধ্যমিক শিক্ষা উপবৃত্তি-২য় পর্যায় প্রকল্পের মাধ্যমে ৪৩৫ টি মা সমাবেশে ১ লক্ষ ৮ হাজার ৭৫০ জন মা উপস্থিত ছিলেন।

খ) উচ্চ মাধ্যমিক উপবৃত্তি প্রকল্পের মাধ্যমে নির্বাচিত ৩০টি উপজেলায় উপবৃত্তিপ্রাপ্ত (৩০*২০)= ৬০০ জন শিক্ষার্থীকে ১ কোটি ৯৮ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা ব্যয়ে ড্রেস মেকিং, মোবাইল সার্ভিসিং, কম্পিউটার ডাটা এন্ট্রি, বিউটিফিকেশন এবং ডিজিটাল ব্লক অ্যান্ড ডিসপ্লে মেকিং ইত্যাদি ট্রেডে ৯০ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

মেধাবৃত্তি :

মাউশি অধিদপ্তরের মেধাবৃত্তির আওতায় প্রাথমিক হতে স্নাতকোত্তর শ্রেণি পর্যন্ত মেধা ও সাধারণ বৃত্তি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, উপজাতীয় উপবৃত্তি, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, প্রতিবন্ধী (দৃষ্টি ও অটিস্টিক ব্যতীত) ও অটিস্টিক উপবৃত্তি এবং পেশামূলক উপবৃত্তি বিষয়ক তিনটি ক্যাটাগরিতে বিভিন্ন মেয়াদে মেধাবৃত্তি প্রদান করা হয়। উক্ত মেধাবৃত্তির আওতায় ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের ২ লক্ষ ২১ হাজার ৩৫৯ জন শিক্ষার্থীকে ২১৯ কোটি ৪০ লক্ষ ১ হাজার ৭০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

নিম্নে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ও টাকার পরিমাণ নিম্নে প্রদান করা হলো :

	বৃত্তির ধরণ	বৃত্তির সংখ্যা	পরিমান (টাকা)
মেধা/সাধারণ	পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে বৃত্তি (৬ষ্ঠ হতে স্নাতকোত্তর শ্রেণি পর্যন্ত মেধা ও সাধারণ বৃত্তি)	২০৩৬৩৪	২১১০৮৮৮২০০
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, উপজাতীয় উপবৃত্তি	খ্রীস্টান	৪০৫	৯২২৫০০
	বৌদ্ধ	৬৭০	১৫৩৩০০০
	তফসিলী (হিন্দু)	৬২২৫	১৩৪৭৭৫০০
	সশস্ত্র বাহিনী	৬৬০	১৫৩০০০০
	উপজাতীয় (ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী)	৮০০	১৯৩৫০০০
	দৃষ্টি প্রতিবন্ধী	৮৫০	৬৬৬০০০০
	প্রতিবন্ধী (দৃষ্টি ও অটিস্টিক ব্যতীত)	৫৫৫	৫০৬২৫০০
	অটিস্টিক	৩৩০	২৪৭৫০০০
পেশামূলক উপবৃত্তি		৭২৩০	৪৯৫১৮০০০
সর্বমোট বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা এবং টাকার পরিমাণ		২২১৩৫৯	২১৯৪০০১৭০০

সাধারণ শিক্ষা :

স্কুল এবং কলেজ জাতীয়করণ :

প্রতিটি উজেলায় একটি করে বেসরকারি কলেজ সরকারিকরণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সম্মতি পাওয়া ৩০৩টি বেসরকারি কলেজ (০৮ আগস্ট ২০১৮ তারিখে ২৯৯টি এবং ২০১৯ সালে আরো ৪টি) সরকারিকরণের গেজেট শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রকাশিত হয়েছে। এসব কলেজের পরিদর্শন প্রতিবেদন ও ডিড অফ গিফট অত্র অধিদপ্তর হতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সরকারিকৃত কলেজসমূহের পদ সৃজনের কাজ চলমান রয়েছে। বর্তমানে ৫৩টি কলেজের পদসৃজনের প্রস্তাব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা বলে ৩৩২টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণ করা হয়েছে।

সরকারি স্কুল সম্পর্কিত তথ্যাদি :

২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরে ৩৫ তম বি.সি.এস লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কিন্তু ক্যাডার পদের জন্য সুপারিশপ্রাপ্ত নয় এমন ৬০৬ জনের পুলিশ ভেরিফিকেশন এবং ৩৬ তম ৩৩৪ জনকে পদায়ন করা হয়েছে। এছাড়াও মাধ্যমিক শাখা সরকারি স্কুলে শিক্ষক শুন্যতা দূর এবং গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে বিশেষ বি.সি.এসের মাধ্যমে ১৩৭৮ জনকে (বিষয়ভিত্তিক) সরকারি স্কুলে সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা পদায়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা হতে সহকারী প্রধান শিক্ষক ১৯৮ জন, সহকারী প্রধান শিক্ষিকা ১৭৩ জন এবং সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসার ৫২ জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

সরকারি কলেজ সংক্রান্ত তথ্যাদি :

- সরকারি কলেজেসমূহের বি.সি.এস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের বিভিন্ন স্তরের (প্রভাষক থেকে অধ্যাপক পর্যায় পর্যন্ত) বিভিন্ন বিষয়ের মোট ১২,৫১৯টি সমন্বিত পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি খসড়া প্রস্তাব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। যা বর্তমানে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন। এ প্রস্তাব অনুমোদিত হলে সরকারি কলেজের শিক্ষক সংকট দূর হবে এবং মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদান নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

- বি.সি.এস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের অধ্যাপক পর্যায়ের ৪র্থ গ্রেডের ৪২৯টি এবং ২য় গ্রেডের ১৫টি পদ/স্কেল আপগ্রেডেশনের প্রস্তাব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। যা বর্তমানে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়াও সহযোগী অধ্যাপক হতে অধ্যাপক পর্যায়ে পদোন্নতি প্রদানের লক্ষ্যে ১০৯৩ জন কর্মকর্তার খসড়া তালিকা এবং পদোন্নতির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

- ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সহযোগী হতে অধ্যাপক পর্যায়ে ৪১১ জন, সহকারী অধ্যাপক হতে সহযোগী অধ্যাপক পর্যায়ে ৫৭৪ জন, এবং প্রভাষক হতে সহকারী অধ্যাপক পর্যায়ে ৬৩৪ জন বি.সি.এস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

- ৩৬তম বি.সি.এস এর মাধ্যমে নিয়োগকৃত ৯৭০ জন এবং ৩৭তম বি.সি.এস এর মাধ্যমে নিয়োগকৃত ১৯১জনকে সরকারি কলেজে পদায়ন করা হয়েছে।

- মাউশি অধিদপ্তরের প্রস্তাব অনুযায়ী উন্নয়ন বাজেটের আওতায় প্রতিষ্ঠিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন শাখার জন্য ০৯টি পদ সৃজন করা হয়েছে।

- সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ) এর আওতায় ১৫৬ জন ১ম ও ২য় শ্রেণির কর্মকর্তা এবং ২২ জন ৩য় শ্রেণির কর্মকর্তা নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। সেসিপ-এর জনবল রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৪.০৬.২০১৯ খ্রি. তারিখে নীতিগত অনুমোদন প্রদান করেছেন। তদানুযায়ী জনবল স্থানান্তরের প্রস্তাব ১০.০৭.২০১৯ খ্রি. তারিখে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

- College Management Information System (CMIS) এর মাধ্যমে আপগ্রেডেশনের জন্য নতুন সফটওয়্যার ইন্সটলেশন এর কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এম.পি.ও. সংক্রান্ত :

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বেসরকারি বিদ্যালয় একটি এবং উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ-পাচঁটি এম.পি.ও. ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও এ অর্থ বছরে নিয়োগ প্রাপ্ত বেসরকারি স্কুলে ১৩,৭৮৭ জন শিক্ষক ও ২,১১৩ জন কর্মচারী এবং কলেজ পর্যায়ের ৫,২৪১ জন শিক্ষক ও ৪৬৪ জন কর্মচারীকে এম.পি.ও প্রদান করা হয়েছে।

কৃতিভিত্তিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আলোকে প্রাতিষ্ঠানিক স্ব-মূল্যায়ন (ISAS) :

কৃতিভিত্তিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রাতিষ্ঠানিক স্ব-মূল্যায়ন (ISAS) প্রতিবেদন-২০১৮ কর্মশালায় উপস্থাপিত প্রতিবেদনে ৯টি অঞ্চলের ১৮,৩৮৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বিদ্যালয়ের মান নির্ধারণপূর্বক পাচঁটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে যথা: এ ক্যাটাগরি (৯০%-১০০%) ১৭৪১টি, বি ক্যাটাগরি (৮০%-৮৯.৯৯%) ৯৪৪৬টি, সি ক্যাটাগরি (৭০%-৭৯.৯৯%) ৬২২৩টি, ডি ক্যাটাগরি (৬০%-৬৯.৯৯%) ৯৪৫টি এবং ই ক্যাটাগরিতে (২০%-৪৯.৯৯%) অর্ন্তভুক্ত হয়েছে ৩১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।
ISAS প্রতিবেদনে-২০১৮ সনে ১৮৩৮৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সার্বিক চিত্র (ভৌত অবকাঠামো, প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্ব, শিক্ষকের পেশাদারিত্ব, শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব, সুপেয় পানীয় জল এবং টয়লেট সুবিধা, সহশিক্ষা কার্যক্রম) পরিস্ফুটিত হয়েছে এবং এ প্রতিবেদনটি বিদ্যালয়ের মানোন্নয়নের জন্য যে কোন পরিকল্পনা প্রণয়নে সহয়তা করবে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম :

১. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ উইং নিজস্ব তত্বাবধানে সর্বমোট ১৩,২৭৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। প্রশিক্ষণ উইং-এর উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণসমূহ হলো :

- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন। সরকারি কলেজ এর অধ্যক্ষ, জেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারগণ এই প্রশিক্ষণে অর্ন্তভুক্ত ছিলেন। সর্বমোট ৭১৪ জনকে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন বিষয়ক ৩৮০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়;
- ইনোভেশন কার্যক্রমে ১৬৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়;
- সরকারি কলেজ এর প্রভাষক এবং সহকারী অধ্যাপক পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের জন্য আই.সি.টি এন্ড প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক ২০৫০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- ব্রিটিশ কাউন্সিলের সহায়তায় কানেকটিং ক্লাসরুম বিষয়ক প্রশিক্ষণের আওতায় ১,৯৮৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- ১৮ জন শিক্ষক ও কর্মকর্তাকে দক্ষিণ কোরিয়ায় এবং ভারতে ৩৮ জন শিক্ষক ও কর্মকর্তাকে ভারতে প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হয়;
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৪৫ জন কর্মকর্তা দেশে (৩৫) এবং বিদেশে (১০) পিএইচ.ডি গবেষণা কোর্সে অধ্যয়ন এর জন্য প্রেষণ/শিক্ষা ছুটিতে গিয়েছেন।

২. সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম-এর আওতায় ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে মোট ১,৭৭,৪৪৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে:

- সেসিপ-এর আওতায় মাধ্যমিক পর্যায়ে কারিকুলাম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত ১৫টি বিষয়ের শিক্ষক শিক্ষাক্রম নির্দেশিকা মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষককে সরবরাহ করা হয়েছে। বর্ণিত শিক্ষাক্রম নির্দেশিকা ব্যবহার বিষয়ে ৪২,৮১৯ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে জীবনদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকগণের জন্য জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। বর্ণিত কর্মসূচির আওতায় ৯৮,০১৩জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- বিজ্ঞান শিক্ষায় দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে হাতে-কলমে বিজ্ঞান বিষয়ে ৮,৫৯২ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- মাধ্যমিক পর্যায়ে ধারাবাহিক মূল্যায়ন বিষয়ে মাঠ পর্যায়ের ১,৫৮৮জন শিক্ষককে মাস্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- কৃতিভিত্তিক ব্যবস্থাপনা (পিবিএম) বাস্তবায়ন বিষয়ে ১৮,৭৬২জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- আন্ডারসার্ভড এলাকায় নিয়োগকৃত ৮০৭জন রিসোর্স টিচারকে বেসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- দাপ্তরিক কাজে কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আইসিটি ও অন্যান্য বিষয়ে ৫,২৫৮জন, এনভায়রনমেন্ট সেইফগার্ড ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে ৬৩০ জন শিক্ষক ও কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাগণের সরকারি ক্রয় বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৮০ জন কর্মকর্তাকে ৪ সপ্তাহমেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- সেসিপ-এর আওতায় আইসিটি লার্নিং সেন্টার পরিচালনা ও আইসিটি বিষয়ে মাধ্যমিক পর্যায়ের (বিদ্যালয় ও মাদরাসা) প্রধান শিক্ষক ৫৬০জন, সহকারী শিক্ষক (আইসিটি) ৩৮০ জন, সহকারী শিক্ষক (বিজ্ঞান) ২৭৭ জন এবং বিভিন্ন পর্যায়ের ৩১০জন কর্মকর্তাসহ মোট ১,৫২৮জনকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৩. "আইসিটি'র মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার প্রচলন প্রকল্প (২য় পর্যায়)"-এর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ১,৬১,৪৫০ জন শিক্ষককে আইসিটি বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে ১২ ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। তন্মধ্যে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ০৩ ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণসমূহ হলো:

- ১৩,৪১০ জন শ্রেণি শিক্ষককে ১২ দিনের বেসিক টিচার্স ট্রেনিং (BTT) প্রশিক্ষণ;
- ২০,২২০ জন প্রতিষ্ঠান প্রধান/ সহকারী প্রধান কে ০৬ দিনের (HIT/AHIT) প্রশিক্ষণ;
- ১,২৭,৮৪০ জন শ্রেণী শিক্ষককে, ০৬ দিনের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ (IHT) প্রদান করা হয়েছে;

ঢাকায় টিচার্স ট্রেনিং কলেজে বেসিক টিচার্স ট্রেনিং (BTT) প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীরা

বর্ণিত প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল তৈরির লক্ষ্যে ০৩ টি ওয়ার্কশপ সম্পন্ন হয়েছে এবং ০৩টি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা হয়েছে।

৪. তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মনোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের অধীনে ১৫০০ বেসরকারি কলেজের প্রতিটি কলেজ থেকে ৩ জন করে ২১ দিনব্যাপী মোট ৪৫০০ জন বিজ্ঞানের শিক্ষককে ডিজিটাল কনটেন্ট প্রণয়ন ও শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন, সফটওয়ার ও হার্ডওয়ার ট্রাবল স্যুটিং এবং কম্পিউটার ল্যাব অপারেশান বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত রয়েছে। এ প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে শিক্ষকগণ তাদের নিজ নিজ বিষয়ে মানসম্পন্ন কনটেন্ট প্রণয়ন ও শ্রেণিকক্ষে বিজ্ঞানের জটিল বিষয় শিক্ষার্থীদের কাছে সহজবোধ্য ও আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন এবং ল্যাব ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম এর সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে সক্ষম হবেন। ২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরে ১১৫জন বিজ্ঞান শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৫. "শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজসমূহের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ কম্পোনেন্ট হলো চার হাজার বি.সি.এস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার কর্মকর্তাগণকে ২১ দিনব্যাপী 'বিষয়ভিত্তিক ডিজিটাল কন্টেন্ট ডেভেলপমেন্ট প্রশিক্ষণ বিষয়ক ২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরে ১ হাজার ৭০০ শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

কর্মশালা:

সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম-এর আওতায় ২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরে মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে কারিকুলাম, ই-লার্নিং, এমপিও বিতরণ, রিসোর্স টিচার, আইসিটি ভিত্তিক শিক্ষা, পারফরমেন্স বেইজড ম্যানেজমেন্ট, প্রি-ভাকেশনাল/ভোকেশনাল প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন ইত্যাদি বিষয়ে ৯৬টি কর্মশালার মাধ্যমে ৭০২২ জন অংশীজনের মতামতের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম-এর আওতায় গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং নীতি-কৌশলগত দলিল প্রণয়ন :

সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম -এর আওতায় শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন, পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার, ধারাবাহিক শিক্ষার্থী মূল্যায়ন, ব্যবস্থাপনার বিকেন্দ্রীকরণসহ নানামুখী সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। সেসিপ-এর আওতায় ইতোমধ্যে নিম্নবর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ নীতি-কৌশলগত দলিল প্রণীত হয়েছে ।

- শিক্ষাক্রম প্রণয়ন, উন্নয়ন ও পরিমার্জনের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নীতিমালার বিবরণ সম্বলিত National Curriculum Policy Frame Work (NCPF) প্রণীত হয়েছে;
- মাধ্যমিক পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ভিন্ন ভিন্ন হার ও নীতিমালা অনুসরণ করে চলমান উপবৃত্তি কর্মসূচিগুলোকে একটি সমন্বিত কাঠামোর মধ্যে আনয়নের লক্ষ্য বিস্তারিত গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে Harmonized Stipend Program (HSP) এর একটি নীতিমালা প্রণীত হয়েছে;
- সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে আলোচনাক্রমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্মাণ কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নীতিমালার বিবরণ সম্বলিত একটি খসড়া Education Institution Construction Policy Guideline (EICPG) প্রণীত হয়েছে;
- মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থী মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ধারাবাহিক গবেষণা পরিচালনা এবং সুবিধাভোগীদের দিক-নির্দেশনা প্রদানের জন্য একটি স্থায়ী সংস্থা হিসেবে National Evaluation and Assessment Center (NEAC) প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত ধারণাপত্র প্রস্তুত করা হয়েছে;
- মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকগণের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Secondary Teacher Development Policy (STDP)-এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে।

বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ :

মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষাকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে শিক্ষকগণকে হাতে-কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি সেসিপ-এর ট্রান্স ২ এর আওতায় ১০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম (জিডি-৩৯) সরবরাহের লক্ষ্যে ক্রয়কৃত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি প্রতিষ্ঠানসমূহে শীঘ্রই সরবরাহ হবে। এ কর্মসূচির আওতায় বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম সংরক্ষণের জন্য ৭টি অঞ্চলে খুলনা অঞ্চলের ২৭০০টি, ময়মনসিংহ অঞ্চলের ২৫০৫টি, রাজশাহী অঞ্চলের ৩০৪৯টি, চট্টগ্রাম অঞ্চলের ১৬৫৪টি, রংপুর অঞ্চলের ২৮৬২টি এবং বরিশাল অঞ্চলের ২০৭১টি সর্বমোট ১৪,৮৪১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাইন্স ক্লাসরুম ফার্নিচার (স্টীলের আলমারি ও কাঠের শেলফ) সরবরাহ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ২টি অঞ্চলের আসবাবপত্র সরবরাহের লক্ষ্যে দরপত্র মূল্যায়নের কাজ চলমান রয়েছে ।

আইসিটি লার্নিং সেন্টার স্থাপন :

মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রমে আইসিটি'র ব্যবহার বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে ৬৪টি জেলায় মোট ৭১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইসিটি লার্নিং সেন্টার স্থাপন সেসিপ-এর একটি অন্যতম কর্মসূচি। এলক্ষ্যে ইতোমধ্যে ৬৪০ প্রতিষ্ঠানে ২১টি করে ল্যাপটপসহ সার্ভার ও অন্যান্য সরঞ্জাম স্থাপন করা হয়েছে। এ আইসিটি লার্নিং সেন্টারসমূহে সেসিপ-এর আওতায় প্রস্তুতকৃত ই-লার্নিং ম্যাটেরিয়াল ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পাঠ গ্রহণ করছে। এ লক্ষ্যে ২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরে ৮৪,১১,৩৩,৫৫৩.০২ টাকা ব্যয়ে দেশব্যাপী ৩৭০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ILC (ICT Learning Centre) স্থাপন করা হয়েছে।

২য় সংশোধিত ডিপিপি'র আওতায় আরো ৭০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইসিটি লার্নিং সেন্টার স্থাপনের সংস্থান রয়েছে। বর্ণিত ৭০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবকাঠামো সংস্কারের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ৬২টি প্রতিষ্ঠানের জন্য ওয়ার্ক অর্ডার প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৮টি প্রতিষ্ঠানের ওয়ার্ক অর্ডার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের EMIS Upgradation এর লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত নতুন সিস্টেমে Data Migration সম্পন্ন এবং Alfa (Technical)Testing সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও User Acceptance Test চলমান রয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ

শিক্ষা অধিদপ্তরে EMIS Software-এ Oracle Database License with necessary security options ইনস্টল করা হয়েছে। EMIS -সেল এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণও সম্পন্ন হয়েছে।

শিক্ষা সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহে জনবল সরবরাহ :

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মনিটরিং জোরদারকরণের জন্য সেসিপ-এর আওতায় ১৫৬ জন ১ম ও ২য় শ্রেণির কর্মকর্তা এবং ২২ জন ৩য় শ্রেণির কর্মকর্তা নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে এবং শিক্ষা সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহে সরবরাহ করা হয়েছে। সেসিপ-এর ১৪৩৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৪.০৬.২০১৯ খ্রি. তারিখে নীতিগত অনুমোদন প্রদান করেছেন। তদনুযায়ী জনবল স্থানান্তরের প্রস্তাব ১০.০৭.২০১৯ খ্রি. তারিখে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি :

আন্ডারসার্ভড এলাকায় স্থাপিত ১৬টি বিদ্যালয়ের ৭০ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে বেতন-ভাতা সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। সুবিধা বঞ্চিত এলাকার প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষক স্বল্পতা দূরীকরণের লক্ষ্যে সেসিপ-এর আওতায় নিয়োগকৃত ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ে ১০০০জন রিসোর্স টিচারকে বেতন-ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মানোন্নয়ন :

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন Secondary Education Sector Investment Program (SESIP) এর আওতায় মাঠপর্যায়ে ১৪৮৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ৯টি অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়ে পরিচালক (১জন), উপ-পরিচালক (কলেজ-১জন), সহকারী পরিচালক (২ জন মাধ্যমিক এবং কলেজ) প্রোগ্রামার এবং সহকারী প্রোগ্রামার (১জন করে) গবেষণা কর্মকর্তা (৩ জন), এবং প্রতিটি জেলা শিক্ষা অফিস সহকারী পরিদর্শক (৪ জন), গবেষণা কর্মকর্তা (১জন), সহকারী প্রোগ্রামার (১জন), ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটর (১জন) ও প্রতিটি উপজেলায় ১জন করে উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার SESIP এর আওতায় নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। মাঠপর্যায়ের নিয়োগকৃত এসকল কর্মকর্তাগণ PBM (Performance Based Management) এর আলোকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে একাডেমিক সুপারভিশন এবং বিদ্যালয়ের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। যেমন :

মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয়সমূহের বর্তমান অবস্থা কেমন, সরকারের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাগুলো কি কি? বিদ্যালয়কে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং পরিকল্পনাগুলো সঠিকভাবে অগ্রসর হচ্ছে কিনা পিবিএম বাস্তবায়নের মাধ্যমে তার পরিপূর্ণ দিক-নির্দেশনাই প্রদান করাই হচ্ছে একাডেমিক সুপারভিশনের প্রধান লক্ষ্য। এ কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ প্রতিমাসে নিয়মিত মাধ্যমিক বিদ্যালয় সুপারভিশনপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন করে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের অ্যাকসেস অ্যান্ড কোয়ালিটি অ্যাসিওরেন্স ইউনিট (একিউএইউ), পরিকল্পনা ও উন্নয়ন উইং-এ প্রেরণ করে থাকে। উক্ত প্রতিবেদনের আলোকে একটি সমন্বিত প্রতিবেদন সুপারিশসহ প্রস্তুত করে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য মাউশি অধিদপ্তরের একিউএইউনিট প্রতি মাসে এ প্রতিবেদনটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে থাকে।

অবকাঠামোগত উন্নয়ন :

১. সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম-এর আওতায়-

- আন্ডারসার্ভড এলাকায় ১০০টি মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন শ্রেণিকক্ষ নির্মাণের মধ্যে ৯৫টি প্রতিষ্ঠানের নতুন শ্রেণিকক্ষ নির্মাণকাজ সম্পন্ন এবং অবশিষ্ট ৫টির নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে;
- ৬৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রিভোকেশনাল ও ভোকেশনাল ভবন নির্মাণের আওতায় ২৭টি প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কাজ ১০০% সম্পন্ন এবং ৬০৯টি প্রতিষ্ঠানের ৬০% নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ৪টি প্রতিষ্ঠানের দরপত্র প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;
- ৫তলা বিশিষ্ট বান্দরবান জেলা শিক্ষা অফিস ভবনের ৪র্থ তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন, অগ্রগতি ৪৭%। ৪৬ টি জেলা শিক্ষা অফিসের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তন্মধ্যে ২২টি অফিসের কাজ সম্পন্ন করে হস্তান্তর করা হয়েছে। অবশিষ্ট ২৪টি জলা শিক্ষা অফিসের কাজের অগ্রগতি ৬৫%;
- ২৫টি থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস নির্মাণের আওতায় খুলনা'র ২টি ও ঢাকা'র ৩টি থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস-এর দরপত্র অনুমোদন সম্পন্ন হয়েছে। শীঘ্রই ওয়ার্ক অর্ডার প্রদান করা হবে;
- জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)-এর জন্য দু'টি লিফট ক্রয়ের লক্ষ্যে জমাকৃত দরপত্র মূল্যায়ন চলমান। জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)-এর বুদ্ধিজীবী হোস্টেল-এর চারতলা উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ এবং দুইটি শ্রেণিকক্ষ সংস্কার করা হয়েছে;
- মাউশি অধিদপ্তরের ২০তলা ভবন নির্মাণের জন্য প্রস্তুতকৃত ৩টি ডিজাইনের মধ্যে ১টি ডিজাইন নির্বাচিত হয়েছে। এ সম্পর্কিত পরামর্শক ফার্ম Heerim Architects & Planner Co. Ltd., Korea প্রস্তাবে সম্মতি প্রদানের জন্য এডিবি'তে প্রেরিত হয়েছে।

২. তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩৪৫৪০.০০ লক্ষ টাকা (৯৯.৯৫%) ৫১০টি কলেজের ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত এবং ৪৭৫টি কলেজের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও এ প্রকল্পের আওতায় ৪৫০টি কলেজে আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে।

৩. সিলেট, বরিশাল ও খুলনা শহরে ৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের আওতায় ৩টি বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ ৬০% সম্পন্ন এবং এ বিদ্যালয়সমূহে আসবাবপত্র, শিক্ষা উপকরণ খেলাধুলা সামগ্রী অফিস যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে। ৩টি বিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মচারীর পদ রাজস্ব খাতে সৃষ্টি করা হয়েছে।

নির্মিত একাডেমিক ভবন এবং শ্রেণিকক্ষ

- ৪টি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বাসভবনের ছাদ ঢালাইয়ের অগ্রগতি ৯০%।
- ৩টি বিদ্যালয়ের প্রধান ফটক নির্মাণের অগ্রগতি ৪৫%।
- ৬টি বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণের অগ্রগতি ৫০%।
- ৭টি বিদ্যালয়ের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণের অগ্রগতি ৭৫%।

৪. সরকারি কলেজসমূহে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে

- ৬ তলা ভবন-উপজেলা পর্যায়ে ৯৯টি (৮৮টি ভবনের টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন, অবিশষ্ট ১১টি ভবনের টেন্ডার প্রক্রিয়াধীন);
- হোস্টেল- ৪৭টি (১৬টি হোস্টেলের টেন্ডার প্রক্রিয়াধীন এবং বাকি ৩১টি হোস্টেলের টেন্ডার আহ্বান করা হবে);
- উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ- ১৮টি (৩টি কলেজে উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারনের টেন্ডার প্রক্রিয়াধীন, ১টি কলেজে টেন্ডার আহ্বান করা হবে);
- মেরামত ও সংস্কার- ৬টি (টেন্ডার প্রক্রিয়াধীন);
- ১০ তলা ভবন- সিটি কর্পোরেশন ও নির্বাচিত জেলা সদর ৭৭টি ভবন একনেকে অনুমোদনের অপেক্ষায়;
- প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের (পিআইইউ) জন্য মোট ১৯টি (২টি ল্যাপটপ, ৩টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, প্রিন্টার ২টি, স্ক্যানার ১টি, ৩টি ইউপিএস, সিমসহ ৮টি মডেম) কম্পিউটার ও কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয় করা হয়েছে;
- ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী সরাসরি ১জন হিসাবরক্ষক (গ্রেড-১১) ও ১জন অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর (গ্রেড-১৬) নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর (গ্রেড-১৬) পদে নির্বাচিত প্রার্থী/প্যানেলভুক্ত প্রার্থী যোগদান না করায় ১টি পদ শূণ্য রয়েছে যার নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান;
- ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী সরকারি কলেজসমূহে ক্যাডার পদে বিভিন্ন স্তরে (অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক) মোট ৮৬২৫টি পদ সৃজনের কমিটি অনুমোদনসহ কার্যক্রম চলমান;
- ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী ৪৭টি হোস্টেলের ৬১১টি পদে রাজস্ব খাতে জনবল নিয়োগের কমিটি অনুমোদনসহ কার্যক্রম চলমান রয়েছে;

৫. শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজসমূহের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৬৪টি জেলার ৭০টি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট সরকারি কলেজে (প্রতিটি জেলায় ১টি করে, ব্যতিক্রম ঢাকা জেলায় ৫টি ও চট্টগ্রাম জেলায় ৩টি) মোট ২১৯টি নতুন ভবন নির্মাণ এবং ৭৯ টি হোস্টেল ভবন (৫৮টি ছাত্রী হোস্টেল এবং ২১ টি ছাত্র হোস্টেল) নির্মাণ করার লক্ষ্যে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজসমুহের উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১১০টি নতুন ভবনের কাজ চলমান ছিল। এখাতে ১৭০০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ১১০টি ভবনের মধ্যে প্রতিবেদনাধীন বছরে ২৫টি ভবনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২৫টি নতুন ভবনে ৮৬৩.৯০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৫টি নতুন ভবনের আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। ৭০টি হোস্টেল ভবনে তৈজসপত্র সরবরাহ করা হয়েছে ইতোমধ্যে হোস্টেলসমূহের জন্য ০৭টি প্যাকেজে তৈজসপত্র ক্রয়ের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং নবনির্মিত হেস্টেলসমূহের জন্য আসবাবপত্র ক্রয়ে ই-জিপির মাধ্যমে আহ্বানকৃত প্যাকেজে মূল্যায়ন চলছে।

৬. সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে নতুন ৩২০টি একাডেমিক ভবন নিমার্ণ কাজের আওতায় আজিমপুর গালর্স স্কুল অ্যান্ড কলেজে পাঁচ তলা ভিতে পাঁচ তলাবিশিষ্ট মাল্টিপারপাস ভবনের তৃতীয় তলায় ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। ৬৬টি বিদ্যালয়ে একটি করে মধ্যে (৬ তলা ভিতে ৬ তলা ভবন) ৬৬টি বিদ্যালয়ে নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণের নিমিত্ত দরপত্র ইতোমধ্যে আহ্বান করা হয়েছে। দরপত্র মূল্যায়ণ শেষে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন দরপত্র অনুমোদন পর্যায় ১২৫ টি বিদ্যালয়ে উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের মধ্যে ৫৬টি বিদ্যালয়ে প্রায় ৭৫ ভাগ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

দিনাজপুর জিলা স্কুল, দিনাজপুর এবং ইকবালনগর সর: বালিকা উবি, খুলনা

৭. ঢাকা শহর সন্নিকটবর্তী এলাকায় ১০টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের আওতায় ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ১০টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের নির্দেশনা রয়েছে। সে মোতাবেক ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বাস্তবায়ন অগ্রগতির আলোকে ০৩টি জমি অধিগ্রহণ/বন্দোবস্তো কার্যক্রম লক্ষমাত্রা নির্ধারিত থাকলেও ০২টি জমি বন্দোবস্তের মধ্যে কেরাণীগঞ্জের পশ্চিমদী মৌজায় ০১টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের স্থাপনের জন্য ২.০০ একর জমি বন্দোবস্তো সম্পন্ন হয়েছে। নির্মাণ কাজ শুরু করার জন্য ১৪/০৩/২০১৯ তারিখে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর (ইইডি)-কে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে।
এছাড়াও পূর্বাচলে ২.০০ একর জমি বন্দোবস্তের জন্য রাজউক'কে অর্থ প্রদান করা হয়েছে এবং রেজিষ্ট্রেশন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। অন্য ০৮টি জমির অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন ।

৮. ঢাকা মহানগরীর সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানবিহীন থানাসমূহকে উদ্দেশ্য করে সরকারিভাবে ১১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ০৬টি মহাবিদ্যালয় স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য নির্ধারণপূর্বক প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়।

- ঢাকা মহানগরীর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ভর্তির সুযোগ বৃদ্ধি করা;
- ঢাকা মহানগরীর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিসহ শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা;
- ঢাকা মহানগরীতে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি করা;
- ঢাকা মহানগরীতে ক্রমবর্ধনশীল জনসংখ্যার সাথে সংগতি রেখে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ;
- ঢাকা মহানগরীতে ১১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৬টি মহাবিদ্যালয় (সরকারি) স্থাপন প্রকল্প* ০৩টি প্রতিষ্ঠানের ভূমি উন্নয়ন সম্পন্ন হয়েছে;
- চলতি অর্থ বছরে ৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ মোট ১৭টি প্রতিষ্ঠানের সীমানা প্রাচীর, একাডেমিক ভবন এবং শহীদ মিনারের নির্মাণ সমাপ্ত কাজ সমাপ্ত হয়েছে।এছাড়াও ৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ মোট ১৭টি প্রতিষ্ঠানের ভূমি উন্নয়ন সমাপ্ত হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য এ প্রকল্পটি জুন ২০১৯ সালে সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে ১৭ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (১১ টি স্কুল এবং ০৬টি কলেজ) জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন ১৭টি ৬ তলা বিশিষ্ট বৃহৎ এবং দৃষ্টিনন্দন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে, যেখানে বর্তমানে প্রায় ১৩০০০ শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত;
- ১৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিটিতে একটি করে প্রশস্ত খেলার মাঠ, শহীদ মিনার, ছাত্র-ছাত্রীগনের জন্য পৃথক কমনরুম, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী বান্ধব প্রবেশদ্বার, সমৃদ্ধ পাঠাগার ও বিজ্ঞানাগারসহ একটি করে অভ্যন্তরীন মিলনায়তন রয়েছে।
- সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ পর্যায়ে প্রথমবারের ১৭টি প্রতিষ্ঠানের প্রতিটিতে ১টি করে লিফট, জেনারেটর এবং আইসিটি ল্যাবে ০২টি করে এসি সংযোজন করা হয়েছে;
- শিক্ষা কার্যক্রম চালু হওয়া ১৭টি প্রতিষ্ঠানের প্রতিটিতে কম্পিউটার ও কম্পিউটার সামগ্রী, অফিস সরঞ্জাম, বিজ্ঞানাগারের যন্ত্রপাতি, খেলাধুলা সামগ্রী, বুকস্ এন্ড রেফারেন্স ম্যাটেরিয়ালস ও লার্নিং ম্যাটেরিয়ালস সরবরাহ করা হয়েছে;

- শিক্ষা কার্যক্রম চালু হওয়া ১৭টি প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রকল্প দলিলের সংস্থান অনুযায়ী শিক্ষার্থীগনের জন্য ৬১২০ জোড়া বেঞ্চসহ সকল প্রকার আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে;
- প্রকল্পভুক্ত মোট ১৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৪টি'র প্রতিটিতে ১টি করে ৩০ আসন বিশিষ্ট অত্যাধুনিক আইসিটি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে;
- ১৭টি প্রতিষ্ঠানের ১৪টি'র সকল শ্রেণিকক্ষকে (প্রতি প্রতিষ্ঠানে ১৭টি করে শ্রেণিকক্ষ) মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম হিসেবে রূপান্তরের জন্য স্মার্টবোর্ড, প্রজেক্টর, ল্যাপটপ, মডেমসহ সকল প্রকার ডিজিটাল আইটেম সরবরাহ ও সংস্থাপন করা হয়েছে;
- অত্র প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনার জন্য ০৪টি মহাবিদ্যালয়ের ১৯৮টি (অধ্যক্ষ-০৪ + সহকারী অধ্যাপক-৬২+প্রভাষক-৮০+শরীরচর্চা শিক্ষক-০৪+প্রদর্শক-০৮+কর্মচারী-৪০) এবং ১০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৩১০টি (প্রধান শিক্ষক- ১০ + শিক্ষক- ২৪০ + কর্মচারী-৬০) সর্বমোট ৫০৮টি পদ সৃজন করা হয়েছে। সৃজিত পদসমূহের বিপরীতে জনবল পদায়ন করা হয়েছে;
- ২০১৮ এবং ২০১৯ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষা কার্যক্রম চালু হওয়া ০৩টি প্রতিষ্ঠানের ৮১টি পদ সৃজনের প্রক্রিয়া শেষ পর্যায়ে। এ মাসেই মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ থেকে চূড়ান্ত জিও জারি হবে। এছাড়া ঢাকা উদ্যান সরকারি মহাবিদ্যালয়ের ১০টি পদের চূড়ান্ত জিও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন হলে জারি হবে;
- আরডিপিপি'র নির্দেশনা অনুযায়ী ৫২১ জনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৪০১ জন শিক্ষকের প্রকল্প কর্তৃক ডিজিটাল সামগ্রী ব্যবহার বিষয়ক ০৬ দিনের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ১৭টি প্রতিষ্ঠানের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকের পদ শূন্য থাকায় লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা সম্ভব হয় নি;
- জুন ২০১০ থেকে জুন ২০১৯ পযর্ন্ত ক্রমপুঞ্জিত প্রকল্প ব্যয় ২১০৮৪.৫০ (দুইশত দশ কোটি চুরাশি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) লক্ষ টাকা। প্রকল্পের মোট বরাদ্দ ২৯৩০৫.২৩ (দুইশত তিরানব্বই কোটি পাঁচ লক্ষ তেইশ হাজার) টাকার বিপরীতে অগ্রগতির হার ৭১.৯৫%। উল্লেখ্য যে, অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের ভূমি প্রতীকি বা নামমাত্র মূল্যে আহরিত হওয়ায় গাণিতিকভাবে প্রকল্পের অগ্রগতির হার কম হলেও প্রকৃত অগ্রগতির হার প্রায় ১০০%।

৬/১১ প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত সবুজবাগ সরকারি মহাবিদ্যালয়

- তিনটি প্রতিষ্ঠানের (দুয়ারিপাড়া সরকারি মহাবিদ্যালয়, রূপনগর, ঢাকা, সবুজবাগ সরকারি মহাবিদ্যালয়, ঢাকা এবং সবুজবাগ সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা) জন্য ই-টেন্ডারিং প্রক্রিয়ায় দরপত্র আহ্বান করা হলেও সময়-স্বল্পতার কারণে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শেষে NOA না দিয়ে দরপত্র বাতিল করতে হয় বিধায় উপরিউক্ত তিনটি প্রতিষ্ঠানে আইসিটি ল্যাব এবং মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম হিসেবে রূপান্তরের জন্য স্মার্টবোর্ড, প্রজেক্টর, ল্যাপটপ, মডেম সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি।

৯. ন্যাশনাল একাডেমি ফর অটিজম এন্ড নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজএ্যাবিলিটিজ (NAAND)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক দেশের অটিজম ও এনডিডি শিশুদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা এবং তাদেরকে শিক্ষার মূলধারায় সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে একটি জাতীয় অটিজম একাডেমি নির্মাণের লক্ষ্যে ন্যাশনাল একাডেমি ফর অটিজম এন্ড নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজএ্যাবিলিটিজ (NAAND) শীর্ষক প্রকল্পটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। অটিজম ও এনডিডি শিক্ষার্থীদের সীমিত পরিসরে সরাসরি সেবা প্রদানের জন্য একাডেমির কার্যক্রম স্বল্প পরিসরে শুরু করার লক্ষ্যে প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে ডিপিপি (২য় সংশোধনী) সংশোধনের প্রস্তাব গত ৩০/১০/২০১৮ তারিখে একনেক (ECNEC) সভায় পাস হয় এবং ২২/১১/২০১৮তরিখে জিও জারি হয় প্রকল্পটির মেয়াদ জানুয়ারি ২০১৪ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো-একটি জাতীয় একাডেমি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের সকল অটিজম ও এনডিডি শিক্ষার্থীদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা।

ন্যাশনাল একাডেমি ফর অটিজম এন্ড নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজএ্যাবিলিটিজ (NAAND) প্রকল্পটির (২য় সংশোধনী) মাধ্যমে প্রস্তাবিত একাডেমির বিভিন্ন ইউনিটসমূহ হলো:

- একাডেমিক অবকাঠামো নির্মাণ করা;
- শিক্ষক/অভিভাবক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা;
- ২০০ জন এএসডি ও এনডিডি শিক্ষার্থীর (১০০ জন ছাত্রী ও ১০০ জন ছাত্র) জন্য আবাসিক ব্যবস্থা;
- ২০০ জন এএসডি ও এনডিডি শিক্ষার্থীর জন্য স্কুলিং;
- ভোকেশনাল ও টেকনিক্যাল প্রশিক্ষণ ইউনিট ;
- বহি: বিভাগ সেবা, শিক্ষাগত এ্যাসেসমেন্ট ও অন্যান্য সেবা;
- আইটি ল্যাব প্রতিষ্ঠা;
- অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের জন্য কাউন্সেলিং সেবার সুযোগ সৃষ্টি করা;
- শিশু-নিউরোলজি বিভাগ ও থেরাপী সেন্টার;
- খেলার মাঠ, জিমনেশিয়াম, অডিটোরিয়াম ও সুইমিং পুল।
- এডভোকেসি, নেটওয়ার্কিং ও গবেষণা সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা।

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের ৫ (পাঁচ) দিনব্যাপী অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণের ৬৮টি ব্যাচের মাধ্যমে মোট ২,৭২০ জন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/সহকারী প্রধান শিক্ষক ও অটিজম ও এনডিডি শিশুর অভিভাবককে অটিজম ও এনডিডি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সারাদেশে দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন ওয়ার্কশপের মাধ্যমে মোট ১১২ টি উপজেলায় মোট ১১,২০০ জন বিদ্যালয়ের শিক্ষক, সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী, অটিজম ও এনডিডি শিশুর অভিভাবক, জনপ্রতিনিধি, মিডিয়াকর্মী ও সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরকে অটিজম ও এনডিডি বিষয়ে সচেতন করা হয়েছে। ন্যাশনাল স্ট্রাটেজিক প্লান ফর নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার ২০১৬-২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৩১ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে ম্যানুয়াল চূড়ান্তকরণের জন্য নায়েম, ঢাকায় দিনব্যাপী একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

ম্যানুয়াল চুড়ান্তকরণ বিষয়ক কর্মশালা

১২ তম বিশ্ব অটিজম দিবস পালন :

২ এপ্রিল "১২তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস-২০১৯" উদযাপন উপলক্ষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্লু-লাইট প্রজ্জ্বলনের জন্য এবং সক্ষমতার ভিত্তিতে অটিজম বিষয়ক অনুষ্ঠান ও র‍্যালি আয়োজনের নির্দেশনা প্রদান করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। এর ফলশ্রুতিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরসহ সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্লু-লাইট প্রজ্জ্বলন করা হয়।

১২তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ২০১৯

মনিটরিং কার্যক্রম :

- National Assessment of Secondary Students-2019' (NASS-19) এর ফ্রেমওয়ার্ক কর্মশালার মাধ্যমে চূড়ান্তকরণ;
- জুলাই -ডিসেম্বর ২০১৮ সময়কালের জন্য মাউশি অধিদপ্তরের আওতাধীন চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ওপর অর্ধ-বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহ পূর্বঘোষণা ব্যতিরেকে পরিদর্শন;
- মাউশি অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের নিয়মিত নির্দিষ্ট ছক অনুসারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন;
- মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম নিয়মিত মনিটরিং;
- এসডিজি-৪ অর্জনে মাউশি অধিদপ্তর কর্তৃক জারিকৃত ১১ দফার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;
- প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা, সমাবেশে নিয়মিত নৈতিক বাক্য পাঠ করা, নিয়মিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা ইত্যাদি পরিবীক্ষণ;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোচিং ক্লাস বা অতিরিক্ত ক্লাসের নামে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কোন অতিরিক্ত ফি নেয়া হয় কি না, সহপাঠের নামে অতিরিক্ত কোন বই পড়ানো হয় কি না তার পরিবীক্ষণ।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ফাইন্যান্স অ্যান্ড প্রকিউরমেন্ট উইং এর কার্যক্রম :

সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা স্বচ্ছ, গতিশীল ও জনবান্ধব করার লক্ষে মাউশি'র আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠানের বাজেট প্রণয়ন ও বরাদ্দ IBAS++ এর মাধ্যমে সম্পন্ন করণ। ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে মোট ১২৪২০,৪৬,৯১,০০০/- (বার হাজার চারশত বিশ কোটি ছিচল্লিশ লক্ষ একানব্বই হাজার) টাকা বাজেট বরাদ্দ পাওয়া যায়। প্রাপ্ত বাজেটের মধ্য থেকে ২৮৯৪,৮৪,০৬,০০০/- (দুই হাজার আটশত চুরানব্বই কোটি চুরাশি লক্ষ ছয় হাজার) টাকা মাউশি'র আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের ১২৩৯টি (প্রধান কার্যালয় ০১টি, আঞ্চলিক শিক্ষা অফিসসমূহ ০৯টি, জেলা শিক্ষা অফিসসমূহ ৬৪টি, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসসমূহ ৪৯২টি, সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজসমূহ ১৪টি, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহ ০৫টি, সরকারি মহাবিদ্যালয়সমূহ ৩০৬টি, এবং সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ ৩৪৮টি) সরকারি প্রতিষ্ঠানে বিস্তারিত অর্থনৈতিক কোডে বিভাজনপূর্বক বিতরণ করা হয় এবং ১৮৫৬২ টি এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে (বেসরকারি মহাবিদ্যালয়সমূহ ২,৩৬৫টি ও বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ ১৬,১৯৭টি) ৮৯৭৩,৩২,৭৬,০০০/- (আট হাজার নয়শত তিয়াত্তর কোটি বত্রিশ লক্ষ ছিয়াত্ত হাজার) টাকা এবং জুনিয়র স্কুল সমাপনী পরীক্ষা বাবদ ১২০,০০,০০,০০০/- (একশত বিশ কোটি) টাকা এককালীন ছাড় করা হয়।

সহশিক্ষা কার্যক্রম :

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর শিক্ষার্থীদের সহশিক্ষা কার্যক্রমের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিবছর জাতীয় স্কুল ও মাদরাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে। প্রতি বছরের মতো এ বছরেও বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া সমিতি কর্তৃক আয়োজিত সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ, রাজশাহীতে ৪৭তম গ্রীষ্মকালীন জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০১৮ অনুষ্ঠিত হয়। গ্রীষ্মকালের ০৪টি খেলা যথাঃ সাঁতার (ছাত্র), ফুটবল (ছাত্র-ছাত্রী), কাবাডি (ছাত্র-ছাত্রী) ও হ্যান্ডবল (ছাত্র-ছাত্রী)।

৪৮তম শীতকালীন-২০১৯ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা: দীপু মনি, এম.পি.

এছাড়াও বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ক্রীড়া সমিতি কর্তৃক আয়োজিত ৪৮তম শীতকালীন জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা জাতীয় পর্যায়ে ২১ হতে ২৬ জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত এম এ আজিজ স্টেডিয়াম, চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত খেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা: দীপু মনি এম.পি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী এম.পি, মাননীয় উপমন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। শীতকালে ০৭টি খেলা যথা: অ্যাথলেটিকস্ (ছাত্র-ছাত্রী), ক্রিকেট (ছাত্র-ছাত্রী), ব্যাডমিন্টন ছাত্র-ছাত্রী (একক ও দ্বৈত), ভলিবল (ছাত্র-ছাত্রী), টেবিল টেনিস ছাত্র-ছাত্রী (একক ও দ্বৈত), হকি (ছাত্র-ছাত্রী), বাস্কেটবল (ছাত্র-ছাত্রী), মোট ১১টি খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সমগ্র বাংলাদেশের মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক পর্যায়ের (স্কুল, মাদ্রাসা ও ভোকেশনাল) সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীকে চারটি অঞ্চলে ভাগ করে উপজেলা হতে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত উক্ত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। যথা :

১ম: প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে	২য়: উপজেলা হতে জেলা
৩য়: জেলা হতে উপ-অঞ্চল	৪র্থ: উপ-অঞ্চল হতে অঞ্চল
৫ম : অঞ্চল হতে জাতীয় পর্যায়ে।	

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শারীরিক শিক্ষক/শিক্ষিকাদের নিয়ে রিফ্রেসার টেনিং কোর্স :

মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসার শারীরিক শিক্ষা শিক্ষকদের ২৯তম রিফ্রেসার ট্রেনিং কোর্স ১০ হতে ১৬ মার্চ ২০১৯ সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ, মোহাম্মদপুর, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। সিলেট ও কুমিল্লা-অঞ্চলের ০৭টি জেলার মোট ১০০ জন শিক্ষক/ শিক্ষিকা এই কোর্সে অংশগ্রহণ করেন।

জাতীয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন ও রানারআপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহকে ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান অনুষ্ঠান :

প্রত্যেক বছরের ন্যায় ২০১৮-২০১৯ আর্থিক সালে বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া সমিতির পক্ষ হতে জাতীয় পর্যায়ে ৪৭তম গ্রীষ্মকালীন-২০১৮ ও ৪৮তম শীতকালীন-২০১৯ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের খেলোয়াড়দের প্রাইজ টোকেন মানি এবং যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন/রানার-আপ এর গৌরব অর্জন করে সে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-কে ক্রীড়া সামগ্রী ও প্রতিষ্ঠান প্রধান/শারীরিক শিক্ষা শিক্ষকদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা: দীপু মনি এম.পি.। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী এম.পি, মাননীয় উপমন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জনাব মো. সোহরাব হোসাইন, সিনিয়র সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ ও জনাব মুনশী শাহাবুদ্দীন আহমেদ, সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর ড. সৈয়দ মো. গোলাম ফারুক, মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ।

সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ নীতিমালা :

দেশের তৃণমূল পর্যায় থেকে মেধাবী শিক্ষার্থীদের খুঁজে বের করার জন্য "সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ নীতিমালা ২০১২ প্রণয়ন" করা হয়েছে। ২০১৩ সাল থেকে সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ নীতিমালা বাস্তবায়ন শুরু করা হয়েছে। ৬ষ্ঠ-৮ম, ৯ম-১০ম এবং একাদশ-দ্বাদশ এই তিনটি গ্রুপে প্রতিবছর দেশব্যাপী নির্ধারিত তারিখে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে শুরু হয় এই প্রতিযোগিতা। অত:পর প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে। নির্বাচিত সেরা ১২ জন জেলা পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রতিটি জেলা হতে ৩টি গ্রুপ ও ৪টি বিষয়ে নির্বাচিত সেরা মোট ১২ জন করে বিভাগীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। অত:পর ৮টি বিভাগ ও ঢাকা মহানগরীকে একটি বিভাগীয় ইউনিট ধরে ৩টি পর্যায়ে প্রতি বিষয়ে ৩ জন করে ৪টি বিষয়ে প্রতি বিভাগে মোট (৩*৪)=১২ জন হিসেবে সর্বমোট (১২*৯)= ১০৮ জন সেরা মেধা নির্বাচন করা হয়। জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় এই ১০৮ জন প্রতিযোগী থেকে ৪ বিষয়ে ১ জন করে ৩ শ্রেণিতে মোট ১২ জনকে 'বছরের সেরা মেধাবী' হিসেবে নির্বাচন করা হয়।

সৃজনশীল মেধা অন্বেষণের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার বিষয়গুলো-

- ভাষা ও সাহিত্য (বাংলা ও ইংরেজি)
- ৬ষ্ঠ-৮ম পর্যায়ের জন্য দৈনন্দিন বিজ্ঞান এবং ৯ম-১২শ পর্যায়ের জন্য বিজ্ঞান (পদার্থ, রসায়ন, জীববিজ্ঞান)
- গণিত ও কম্পিউটার
- বাংলাদেশ স্টাডিজ ও মুক্তিযুদ্ধ (ইতিহাস, পৌরনীতি, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান)

২০১৮ সালের ৩ মে আজিমপুর গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল এন্ড কলেজে জাতীয় পর্যায়ে সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা ২০১৮ উদ্বোধন করা হয়। শিক্ষার্থী ও শিক্ষক এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর ও অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর জাঁকজমকপূর্ণ র‍্যালিসহ বিপুল উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে এই প্রতিযোগিতায় সমাপ্ত হয়।

সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ-২০১৯ পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

দেশ বরেণ্য বিচারকমন্ডলীর রায়ের ভিত্তিতে ১২ জনকে বছরের সেরা মেধাবীরা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে গ্রহণ করে সনদপত্র, মেডেল ও প্রত্যেকে ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকার চেক। বাকী ৯৬ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকেও ২য় পর্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পুরস্কার স্বরূপ সনদপত্র বিতরণ, মেডেল প্রদান ও প্রত্যেককে নগদ ৫,০০০ (পাঁচ হাজার টাকা) প্রদান করেন। অন্যান্যবারের মতো ২০১৯ এর সেরা ১২ জন মেধাবীকে ৫ দিনের জন্য শিক্ষা সফরে দক্ষিণ কোরিয়ায় পাঠানো হয়।

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২০১৯ :

সৃজনশীল মেধান্বেষণের পাশাপাশি জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৬ সালে প্রথম উদযাপন করা হয়। বিভিন্ন ইভেন্টে তীব্র প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ বিজয়ীদের মাঝে ২০১৬ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ। এরই ধারাবাহিকতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ২০১৮ এর বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী জানুয়ারি/২০১৮ তারিখে প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে শুরু হয়ে জানুয়ারি/২০১৮ তারিখে বিভাগীয় পর্যায় পর্যন্ত সমাপ্ত হয়। জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এপ্রিল/২০১৮। এখান থেকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ বিজয়ী নির্বাচিত করা হয়। পরবর্তীতে ২৫ জুন ২০১৮ তারিখে জাতীয় পর্যায়ের ২০১৮ সালের ৯১ জন (নৃত্য উচ্চাঙ্গ ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে ২ জন করে শ্রেষ্ঠ বিজয়ী) শ্রেষ্ঠ বিজয়ীদের এবং ২০১৭ সালের ৮৯ জন শ্রেষ্ঠ বিজয়ীর মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি মহোদয় নগদ ৫০০০/-টাকা, ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট প্রদান করেন।

জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০ এর আলোকে বর্তমান সরকার দেশের শিক্ষার উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশের প্রতিটি মাধ্যম স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী, শ্রেষ্ঠ শ্রেণি শিক্ষক, শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষক, অধ্যক্ষ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের স্ব-স্ব ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি প্রদানের উদ্দেশ্যে সরকার প্রতি বছর জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২০১৯ জাতীয় পর্যায়ে পুরুস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

এ কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে প্রতিটি ক্ষেত্রে যোগ্য, মেধাবী ও শিক্ষা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে এমন প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান প্রধান ও শ্রেণি শিক্ষকবৃন্দকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে নির্বাচনের মাধ্যমে স্বীকৃতি ও পুরস্কার প্রদান সরকারের লক্ষ্য। একই সঙ্গে জাতীয় সহপাঠ্যক্রম ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ের ১৪টি বিষয়ে ৪টি গ্রুপ জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয়। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১ জন শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী, শিক্ষক, প্রতিষ্ঠান প্রধান, প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হয়। সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও ম্যানিজিং কমিটি ও শিক্ষকবৃন্দের তত্ত্বাবধানে নির্বাচন কার্যসম্পাদন হয়ে থাকে। ৪টি গ্রুপের নির্বাচন পদ্ধতি নিম্নরুপ:

- বিগত বার্ষিক/পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল
- উপস্থিতি
- সঙ্গীত দক্ষতা
- ক্রীড়া দক্ষতা
- ছবি আঁকা দক্ষতা, প্রকাশনা, স্কাউট, রেঞ্জার, নেতৃত্ব ও আইসিটি বিষয়ে দক্ষতা বিষয়ে ১০০ নম্বরের মূল্যায়নে নির্বাচন
- শিক্ষকের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান, সৃজনশীল প্রশ্নপত্র তৈরির দক্ষতা, সহযোগিতা, সততা, সুনাম, নিয়মানুবর্তিতা, প্রকাশনা, বিষয়ে ১০০ নম্বরের মূল্যায়নে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচন করা হয়।

পরিশেষে বলা যায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে সরকারের শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তৈরি এবং মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।